

কবিতা ০৫

প্রার্থনা কায়কোবাদ

১) কবিতাটির মূলকথা

'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্বষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্বষ্টার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। বিপদে, আপদে, সুখে, শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করেন। গাছে গাছে পাখি, বনে বনে ফুল সবই বিধাতাকে স্মরণ করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব সংসারের প্রতিটি জীব ও উভিদ প্রাণধারণ করে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা রিক্ত হলে পরম ভক্তি ভরে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই : হে প্রভু, আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার আরাধনায় নিজেকে নিবেদন করতে পারি।

২) কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : ধর্মানুরাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।
- শিখনফল-২ : সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুরাগের কারণ জানতে পারব। [চ. বো. '১৯]
- শিখনফল-৩ : নানা সমস্যা-সংকটে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করব।
- শিখনফল-৪ : সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-৫ : মানুষ স্বষ্টার ওপর কতটা নির্ভরশীল তা অনুধাবন করতে পারব। [চ. বো. '১৯]
- শিখনফল-৬ : বিপদ থেকে রক্ষা পেতে স্বষ্টার প্রতি মানুষের প্রার্থনা সম্পর্কে জানতে পারব। [চ. বো. '১৯]

৩) কবি-পরিচিতি

প্রকৃত নাম : মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। ছন্দনাম : কায়কোবাদ।

জন্ম সাল : ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : আগলা পূর্বপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

শিক্ষাজীবন : এন্ট্রাল (এসএসসি) পরীক্ষার পূর্বেই শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি।

কর্মজীবন/পেশা : পোস্টম্যাস্টার হিসেবে সরকারি চাকরি।

সাহিত্যকর্ম : কাব্যগ্রন্থ : বিরহ বিলাপ, কুসুম কানন, অশুমালা, অমিয়ধারা, শিবমন্দির, মহরম শরীফ প্রভৃতি। মহাকাব্য : মহাশ্যাশান।

উপাধি : তিনি নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন।

মৃত্যু : ২১ শে জুলাই, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ।



৪) উৎস-পরিচিতি

'প্রার্থনা' কবিতাটি কবি কায়কোবাদের 'অশুমালা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

৫) পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্বষ্টার মহিমা সম্পর্কে জানবে এবং সমগ্র সৃষ্টি যে স্বষ্টার প্রতি নিবেদিত তা উপলব্ধি করবে। তারা স্বষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে তৎপর হবে।

৬) শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

ভক্তি — ভক্তি, আরাধ্যের প্রতি অনুরাগ, মান্য ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা।

| | |
|----------|---|
| নিঃসংবল | — সংগতিহীন, সম্বলহীন, নিঃস্ব, বিভঙ্গীহীন, দরিদ্র। |
| সংপিতে | — সমর্পণ করতে, বিসর্জন করতে, আত্মাদান করতে। |
| আত্মহারা | — আত্মভোলা, আত্মবিস্মৃত, তন্ময়, বিক্ষ্঵ল। |
| অবসাদ | — অতিশয় শ্রান্তি, ক্লান্তিজনিত বিষম ভাব, উৎসাহহীনতা। |
| শির | — মন্তক, মাথা। |

৭) বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

| শব্দ | নিঃসংবল | সংপিতে | দারিদ্র্য | ক্রোড় | নিকুঞ্জ | আত্মহারা | হৃদ | মেহ | কণা |
|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|----------|-----|-------|--------|
| গুণগান | স্বপন | পেষণ | বিভো | বিষাদ | গভীর | মঙ্গল | শির | ভক্তি | প্রসাদ |



জটিল ও দুর্বুল পাঠের ব্যাখ্যা



নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত

» বিভো, দেহ হৃদে বল।

না জানি ভক্তি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসংল।
তোমার দুয়ারে আজি রিঙ্ক করে
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
শুধু আখি জল,
দেহ হৃদে বল।

কবি সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে ‘বিভো’ বলে সম্মোধন করেছেন। তিনি স্রষ্টার কাছে নিজের অপারগতা স্বীকার করে বলেছেন যে, স্রষ্টার প্রশংসা কীভাবে তিনি করবেন তা তাঁর জানা নেই, কী দিয়ে তাঁকে হৃদয়ের ভঙ্গি নিবেদন করবেন বুঝাতে পারেন না। কারণ তিনি নিঃসংল। সৃষ্টিকর্তার দুয়ারে তিনি শূন্য হাতে দাঁড়িয়েছেন। স্রষ্টাকে নিবেদনের জন্য কবির কাছে কেবল চেখের জল ছাড়া আর কিছুই নেই।

» বিভো, দেহ হৃদে বল!

দারিদ্র্য পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে
ভুলি নি তোমারে এক পল,
জীবনে মরণে, শয়নে-স্বপনে
তুমি মোর পথের সম্বল;
দেহ হৃদে বল।

কবি স্রষ্টার কাছে মনোবল প্রত্যাশা করেছেন। দুঃখ-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তিনি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেন না। সুখে-সম্পদে সব সময় তাঁকে মনে রাখেন। কারণ স্রষ্টা কবিকে জীবন-মরণে শয়নে-স্বপনে পথের আলো দেখান। তাঁকে সহায়তা করেন। কবি তাঁর সমস্ত কর্ম-প্রেরণায়, স্বপ্ন-সাধনায় স্রষ্টাকে সম্বল হিসেবে মনে করেন। সৃষ্টিকর্তাই তাঁর হৃদয়ে বল দান করেন।

» বিভো, দেহ হৃদে বল।

কত জাতি পাখি, নিকুঞ্জ বিতানে
সদা আঘাহারা তব গুণগানে,
আনন্দে বিহ্বল।
ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ,
তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ
চারু ফুল ফুল!
দেহ হৃদে বল।

কবি সবসময় স্রষ্টার কাছেই শক্তি প্রত্যাশা করেন। কবি দেখেন যে, কেবল তিনি নন, বনের পাখি, গাছপালা, তরু-লতা সবই স্রষ্টার গুণগানে মগ্ন। তাদের আনন্দ-বিহ্বলতায় স্রষ্টার প্রকাশ কবিকে বিমোহিত করে। গাছপালায় নানা রঙের ফুল-ফুল, প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন শোভা তাঁকে মৃগ্ধ করে। বিশ্বপ্রকৃতির যেকোনো ক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই স্রষ্টার কৃতিত্ব চোখে পড়ে। কবি সেই দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করেন।

» বিভো, দেহ হৃদে বল।

তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু,
তব মেহ কণা জগতের আয়ু,
তব নামে অশেষ মঙ্গল!
গভীর বিষাদে, বিপদের ক্রোড়ে,
একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
নিভে শোকান্ত!

দেহ হৃদে বল!

কবির অনুভূতির জগতে বিধাতার অবস্থান অতি উজ্জ্বল। তিনি বিশ্বাস করেন, জগতে যা কিছু সুন্দর, প্রকৃতিতে যা কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়, জগতে যা কিছু স্থায়ী ও চিরভন্ন, সবই সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই জগতের সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল সাধন করেন। কবি তাই গভীর বিষগতা ও দুঃখের সময় স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেন তাঁর হৃদয়ে শক্তির জন্য। যে শোক হৃদয়কে দগ্ধ করে কবিতা অবসানে স্রষ্টার কাছে করুণা কামনা করেন।

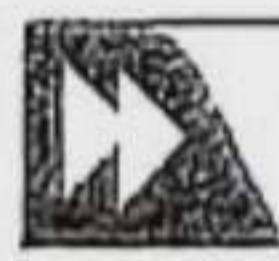


অনুশীলন



সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, কবিতাটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।



অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. কবি বিধাতাকে কী বলে স্তুতি জানিয়েছেন?

- (ক) পথের সম্বল
(খ) চারু ফুল ফুল
(গ) দেহ হৃদে বল

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-৭৭]

» তথ্য-ব্যাখ্যা : ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সব সময় বিধাতাকে স্মরণ করেন। তাই কবি মনে করেন জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে বিধাতা তাঁর পথের সম্বল। তাই (গ) সঠিক উত্তর।

২. কোন বানানটি শুধু?

- (ক) দারিদ্র্য (খ) দারিদ্র্যতা (গ) দারিদ্র্যতা (ঘ) দারিদ্র্যতা

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-৭৭]

৩. ‘নিকুঞ্জ’ শব্দটির অর্থ কী?

- (ক) কুঞ্জলতা (খ) ফুলদল (গ) বাগান (ঘ) মঙ্গল

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের শব্দার্থ ও টাকা, পৃষ্ঠা-১০০]

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। নম্বরিন্দ্রিয়ে সুখের দিনে

তোমারি মুখ লইব চিনে,

দুখের রাতে নিখিল ধরা

যেদিন করে বঞ্চনা

তোমারে যেন না করি সংশয়।

ক. স্তুতি কথার অর্থ কী?

খ. ‘তোমার দুয়ারে আজি রিঙ্ক করে’ বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্বীপকের সঙ্গে ‘প্রার্থনা’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্বীপকটি ‘প্রার্থনা’ কবিতার একটি বিশেষ দিককে নির্দেশ করলেও সমগ্রভাবে প্রকাশে সক্ষম নয়— যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

১ শিখনকল ৩

ক্ষেত্ৰ ০ স্তুতি কথার অর্থ প্রশংসা।

১. 'তোমার দুয়ারে আজি রিস্ত করে'— আলোচ্য উক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি স্টার স্যরণাপন্ন হয়েছেন নিঃশ্ব-রিস্ত হাতে। ২. কবি ভঙ্গি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন স্টার কাছে। বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শঙ্কি কামনা করেন। কবি জানেন, স্টার অসীম করুণায় বিশ্বের প্রতিটি প্রাণী ও উভিদ প্রাণধারণ করে আছে। সুখে-দুঃখে, শয়নে-স্বপনে স্টাই কবির একমাত্র ভরসার স্থল। কবি তাই চোখের জল আর নিজের দীনতা নিয়ে নিঃশ্ব হাতে স্টার দুয়ারে প্রার্থনা করেন।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'প্রার্থনা' কবিতার স্টার প্রতি কবির অনুরাগ এবং দুঃখ-কটো স্টার করুণা লাভের প্রত্যাশার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

৪. 'মানুষ' স্টার সৃষ্টি জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের পার্থক্য জ্ঞান-বৃক্ষিতে এবং আচরণে। স্টার মানুষকে নানাভাবে সহায়তা দান করেন। তাই মানুষকে নিজের এ দীনতা দূর করতে এবং বিপদে-আপদে সাহায্যের জন্য স্টার কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

৫. উদ্দীপকে স্টারকে স্মরণ করা হয়েছে। সুখের দিনে স্টারকে ভুলে না যাওয়া এবং দুঃখের সময় তাঁকে মনে করার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়টি 'প্রার্থনা' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সব সময় বিধাতা বা স্টারকে স্মরণ করার কথা বলেছেন। তাঁর কাছে শঙ্কি প্রত্যাশা করেছেন। কবি কেবল স্টারকেই স্মরণ করেন। তবে উদ্দীপকে কবিতার মতো স্টার কাছে সরাসরি প্রার্থনা প্রতিফলিত হয়নি। সেখানে সুখের দিনে স্টারকে না ভোলা এবং দুঃখের রাতে তার করুণা নিয়ে দ্বিধা না করার কথা বলা হয়েছে মাত্র।

৬. 'প্রার্থনা' কবিতায় স্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা উদ্দীপকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কবিতায় কবি নিজেকে রিস্ত-শূন্য মনে করেছেন। স্টার প্রশংসা করার মতো তাঁর যোগাতা নেই বলে স্বীকার করেছেন। বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখে, তাঁকে স্মরণ করার কথা বলেছেন। বলেছেন সৃষ্টিজগতের ওপর স্টার অপরিমেয় আশীর্বাদের কথা। উদ্দীপকে সুখে-দুঃখে স্টারকে স্মরণ করার বিষয়টি ছাড়া অন্য বিষয়গুলো অনুপস্থিত। এই বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মূলপাঠ ৪ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১১

- ভুলিতে তোমারে, প্রাপে অবসাদ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
[অহিঙ্কার ভুল আভ কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
 ক) বিধাতাকে এক মৃত্যুর জন্যও না ভুলে থাকা
 খ) বিধাতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী
 গ) বিধাতার কাছে কবি শঙ্কি প্রার্থনা করেছেন
 ঘ) বিধাতাকে ভুলপে মন দুঃখ-কটো ভরে থায়
- 'তব মেহ কণা জগতের আয়ু'— এখানে আয়ু বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
[ঘৰকল্পনা নূন মুদ্রণ এড সংস্কত, ঢাকা]
 ক) প্রাণ
 খ) মান
 গ) রৌতি
- 'জীবনে মরণে শয়নে ষ্পনে/ভূমি মোর পথের সম্বল' এখানে 'ভূমি' কে?
[বিদ্যমানী সরকারী বার্দিক্ষয় উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]
 ক) কবির মা
 খ) কবির পিতা
 গ) মাতৃভূমি
- 'সদা আত্মহারা তব গুণগানে' কারা আত্মহারা?
[বর্জন গার্জ পার্কেল ভুল এড কলেজ, সিলেচা]
 ক) মানুষ
 খ) পার্য
 গ) তরুণতা

- 'প্রার্থনা' কবিতায় কোন চরণে স্টার প্রতি কবির গভীর আবেগ প্রকাশ পেয়েছে?
[বিশ্বাস সরকারী বার্দিক্ষয় উচ্চ বিদ্যালয়]
 ক) বিভো, দেহ হৃদে বল
 খ) ভূমি মোর পথের সম্বল
 গ) তব মেহ কণা জগতের আয়ু
- সদা আত্মহারা তব গুণগানে
 ক) মানুষ
 খ) পার্য
 গ) তরুণতা

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



- 'প্রার্থনা' কবিতায় পাখিরা কী করে? [ন্যাশনাস আইডিয়াল ভুল, ঢাকা]
 ক) কিচিরামিচির
 খ) ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়ায়
 গ) স্টার গুণগান
 ঘ) ক্লজন শব্দ করে
- মনের শঙ্কি বৃক্ষির প্রার্থনা হিসেবে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য?
 ক) বিভো, দেহ হৃদে বল
 খ) আমি নিঃস্বল
 গ) শুধু আঁখিজল
 ঘ) আনন্দে বিস্তুল
- 'কি দিয়া করিব আমি তোমার আরতি'— এখানে 'তোমার' বলতে কাকে বুবানো হয়েছে?
 ক) রান্ত্রিনায়ক
 খ) বিধাতা
 গ) মা
 ঘ) বাবা
- 'না জানি ভক্তি, নাহি জানি স্তুতি,
 কী দিয়া করিব, তোমার আরতি/ আমি নিঃস্বল!'—
 কবিতাংশটির রচয়িতা কে?
 ক) দৈশ্বরচন্দ
 খ) কাজী নজরুল ইসলাম
 গ) মধুসূদন দত্ত
- কবি কোথায় রিস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন?
 ক) মসজিদে
 খ) মাটির পৃথিবীতে
 গ) নামাযে
- কবি আঁখিজল কাকে দিতে দাঁড়িয়েছেন?
 ক) শিক্ষককে
 খ) পুরুজনকে
 গ) মাকে
- 'জীবনে মরণে, শয়নে ষ্পনে/ভূমি মোর পথের সম্বল'— এখানে 'ভূমি' কে?
 ক) কবির জননী
 খ) কবির মাতৃভূমি
- কবি জন্মদাতা
 ক) শিক্ষককে
 খ) পুরুজনকে
 গ) স্টারকে

১৩. পাখি, বৃক্ষলতা কার গুণগানে আঘাহারা?
 ৰ মানুষের ৰ মন্টার ৰ বনের ৰ আলোর
 ১৪. 'কত জাতি পাখি, নিকুঞ্জ বিতানে' কবিতাংশের পরের লাইনটি কী?
 ৰ সদা মুখ্য তোমার আপন রূপে
 ৰ দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
 ৰ একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
 ৰ সদা আঘাহারা তব গুণগানে
 ১৫. কাকে ভুললে প্রাণে অবসাদ আসে?
 ৰ ছৰ্মি-পুত্রকে ৰ বন্ধু-বান্ধবকে
 ৰ মা-বাবাকে ৰ সৃষ্টিকর্তাকে
 ১৬. 'তোমারি প্রসাদ' বলতে কবি বুঝিয়েছেন—
 ৰ পায়েস ৰ মসজিদ
 ৰ গুলি সন্দেশ ৰ মন্টার অনুগ্রহ
 ১৭. 'তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু'— চরণচিতে কোন ঝুতুর পরিবেশ
 ফুটে উঠেছে?
 ৰ হেমত ৰ শীত ৰ বসন্ত ৰ শ্রীম
 ১৮. সৃষ্টিকর্তাকে কীভাবে স্মরণ করলে শোকানল নিনে যায়?
 ৰ সমবেতভাবে ৰ একাগ্র হৃদয়ে
 ৰ নিরিবিলিতে ৰ মসজিদে গিয়ে
 ১৯. মন্টার প্রসাদ কোথায়?
 ৰ বাড়িতে ওপরে ৰ তরুলতা শিরে
 ৰ বসন্ত ৰ বিপদে
 ২০. 'দেহ হৃদে বল' দ্বারা বোঝানো হয়েছে— [জ. বো. '১৯]
 ৰ দেহ ও মনে বল ৰ দেহ, হৃদয় ও বল
 ৰ মনে শক্তি দাও ৰ দেহ হৃদয়ের কথা বলে
 ২১. 'প্রার্থনা' কবিতায় বিধাতার দুয়ারে কবি কী নিয়ে দাঁড়িয়েছেন?
 ৰ শূন্য হাতে ৰ স্বল নিয়ে
 ৰ শোকানলসহ ৰ অবসাদ নিয়ে
 ২২. "এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফুল
 মিঠা নদীর পানি
 খোদা তোমার মেহেরবানি।"
 উদ্ধীপকেরে ভাবটি নিচের কোন পঞ্জিক্রি সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [কু. বো. '১৯]
 ৰ সদা আঘাহারা তব গুণগানে
 ৰ ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ
 ৰ তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ
 ৰ তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু
 ২৩. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি মন্টাকে কী সমর্পণ করেছেন? [কু. বো. '১৯]
 ৰ স্তুতি ৰ ভক্তি ৰ অধু ৰ আরতি
 ২৪. মন্টা প্রদত্ত কোনটিকে কবি জগতের আয়ু বলেছেন? [চ. বো. '১৯]
 ৰ তরুলতা ৰ মেহ কণা ৰ প্রসাদ ৰ মঙ্গল
 ২৫. 'প্রার্থনা' কবিতায় 'তব মেহ কণা জগতের'-
 ৰ আয়ু ৰ বায়ু ৰ প্রসাদ ৰ সুখ
 ২৬. 'প্রার্থনা' কবিতায় 'আমি নিঃসংবল'-এর পরের চরণ কোনটি?
 ৰ তুমি মোর পথের স্বল ৰ তোমার দুয়ারে আজি রিঙ্ক করে
 ৰ তোমারি নিঃশ্বাসে বসন্তের বায়ু ৰ তব মেহ কণা জগতের আয়ু
 ২৭. নিচের কোন চরণে মন্টার অপার মহিমা প্রকাশ পেয়েছে? [জ. বো. '১৮]
 ৰ বিভো, দেহ হৃদে বল ৰ তব মেহ কণা জগতের আয়ু
 ৰ ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ ৰ তুমি মোর পথের স্বল
 ২৮. কবি কায়কোবাদ বিপদে-আপদে সুখের সময়ে বিধাতার কাছে
 কোনটি চান? [খ. বো. '১৮]
 ৰ শক্তি ৰ সাহস ৰ শান্তি ৰ করুণা
 ২৯. 'ভুলিনি তোমারে এক পল"- এখানে 'এক পল' বলতে বোঝানো
 হয়েছে—
 ৰ প্রতি মুহূর্তে ৰ প্রতিদিন
 ৰ প্রতি সময়ে ৰ নিষ্পাসে-প্রশ্বাসে

৩০. 'একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ব. বো. '১৮]
 ৰ নীরবে ৰ একনিষ্ঠভাবে
 ৰ আড়ালে ৰ প্রার্থনায়
 ৩১. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কোনটিকে জগতের আয়ু বলেছেন? [দি. বো. '১৮]
 ৰ মেহ কণা ৰ বসন্তবায়ু
 ৰ চারু-ফুল-ফুল ৰ হৃদয়ের শক্তি
 ৩২. কবি প্রভুকে কী সঁপিতে দাঁড়িয়েছেন? [কু. বো. '১৭]
 ৰ আবেদন নিবেদন ৰ স্তুতি
 ৰ ভক্তি ৰ আবিজল
 ৩৩. নিকুঞ্জ বিতানে কারা মন্টার গুণগানে সর্বদা আঘাহারা থাকে? [দি. বো. '১৭]
 ৰ জীবজন্মেরা ৰ মানুষেরা ৰ মালিরা ৰ পাখিরা
শব্দার্থ ও টীকা ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 100
 ৩৪. 'প্রার্থনা' শব্দের অর্থ কী?
 ৰ আশীর্বাদ ৰ কামনা
 ৰ মুনাজাত বা আবেদন ৰ দোয়া চাওয়া
 ৩৫. 'রিঙ্ক' শব্দের অর্থ কী?
 ৰ বিরক্ত ৰ শূন্য ৰ রক্ত ৰ সবকটি
 ৩৬. 'কি দিয়া করিব, তোমার আরতি'- এখানে 'আরতি' কথাটির অর্থ কী?
 ৰ পূজা ৰ অর্ঘ্য ৰ প্রার্থনা ৰ আরজি
 ৩৭. 'পেষণ' শব্দের অর্থ কী? [খ. বো. '১৯]
 ৰ পাষাণ ৰ অত্যাচার ৰ শোষণ ৰ বিষগ্রস্ত
 ৩৮. 'চারু' শব্দটির অর্থ কী?
 ৰ বাগান ৰ সুন্দর ৰ প্রশংসা ৰ কোল
 ৩৯. 'নিঃসংবল' শব্দের অর্থ কী?
 ৰ সতানহীন ৰ নিঃস্বার্থ ৰ সম্বলহীন ৰ সংগ্রহ
 ৪০. 'হৃদে' শব্দের অর্থ কী?
 ৰ দেহে ৰ দেশে ৰ স্থানে ৰ মনে
 ৪১. 'স্তুতি' শব্দের অর্থ কী? [জ. বো. '১৭]
 ৰ প্রার্থনা ৰ প্রশংসা ৰ অনুগ্রহ ৰ চারু
 ৪২. 'প্রার্থনা' কবিতায় 'বিভো' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [খ. বো. '১৭]
 ৰ সৃষ্টিকর্তা ৰ জীবনদাতা ৰ শান্তিদাতা ৰ মুক্তিদাতা
পাঠের উদ্দেশ্য ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 100
 ৪৩. 'প্রার্থনা' কবিতাটি থেকে শিক্ষার্থীর জানার বিষয় সম্পর্কে নিচের
 কোনটি চিহ্নিত করা যায়?
 ৰ মন্টার নির্দেশ সম্পর্কে জানবে
 ৰ মন্টার মহিমা সম্পর্কে জানবে
 ৰ মন্টার অবস্থান সম্পর্কে জানবে
 ৰ মন্টার আকৃতি সম্পর্কে জানবে
 ৪৪. 'প্রার্থনা' কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীরা কী সম্পর্কে অবহিত হবে?
 ৰ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ৰ বাংলার আকাশ
 ৰ মন্টার মহিমা ৰ বাংলার প্রকৃতি
 ৪৫. 'প্রার্থনা' কবিতার মর্মকথা অনুযায়ী আমরা মন্টার উদ্দেশে কী
 করতে পারি?
 ৰ আজুধসাদ লাভ ৰ সুখ লাভ
 ৰ আস্মসমর্পণ ৰ গর্বিতবোধ
পাঠ-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 100
 ৪৬. 'প্রার্থনা' কবিতাটির রচয়িতা কে?
 ৰ কায়কোবাদ ৰ কাজী নজরুল ইসলাম
 ৰ আহসান হাবীব ৰ বেগম রোকেয়া
 ৪৭. 'অধুমালা' কে রচনা করেন?
 ৰ ফররুখ আহমদ ৰ কায়কোবাদ
 ৰ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৰ কাজী নজরুল ইসলাম
 ৪৮. 'প্রার্থনা' কোন ধরনের কবিতা?
 ৰ নীতিমূলক কবিতা ৰ ভক্তিমূলক কবিতা
 ৰ দেশান্তরোধক কবিতা ৰ বান্ধবসুলভ কবিতা

৪৯. বিধাতার প্রতি কবির ভঙ্গি নিবেদনের অবলম্বন কোনটি?
 ৩. স্মৃতি বাক্য ৪. ভঙ্গি বাণী
 ৫. চোখের পানি ৬. বিনয় প্রকাশ
- কবি-পরিচিতি** ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 101
৫০. মহাকবি কায়কোবাদ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
 ৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ৪. ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে
 ৫. ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ৬. ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে
৫১. কায়কোবাদের পূর্ণ নাম কী?
 ৩. মোঃ কাজেম আলী কোরায়শী
 ৪. কাদের আল কোরায়শী
 ৫. মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী
 ৬. মোহাম্মদ কাদের আলী কোরায়শী
৫২. কায়কোবাদের শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে কখন?
 ৩. স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার আগে
 ৪. প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়ার পর
 ৫. অনাস পাসের আগে ৬. প্রাইমারি পাসের পর
৫৩. 'মহাশুশান' মহাকাব্যটির রচয়িতা কে?
 ৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৪. কালিদাস
 ৫. কায়কোবাদ ৬. কাজী নজরুল ইসলাম
৫৪. নিচের কোনটি কবি কায়কোবাদের কাব্যগ্রন্থ নয়?
 ৩. অশুমালা ৪. অমিয়ধারা
 ৫. অনিকেত ৬. শিবমন্দির
৫৫. কায়কোবাদের মৃত্যু কত খ্রিস্টাব্দে? [রাজশাহী সরকারি বাসিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ৩. ১৯৫১ ৪. ১৯৫৩ ৫. ১৯৫৪ ৬. ১৯৫৫
৫৬. কায়কোবাদ নিচের কোন কাব্যটি রচনা করেন? [নেয়াখালী জিলা কুল]
 ৩. শিবমন্দির ৪. বিশেষ বাণী
 ৫. নকশি কাথার মাঠ ৬. ঝরা পালক
৫৭. 'মহাশুশান' কবি কায়কোবাদের কোন ধরনের রচনা?
 [হরিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
 ৩. মহাকাব্য ৪. উপন্যাস
 ৫. নাটক ৬. ছোটগল্প
৫৮. কার আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী? [চ. নো. '১৭]
 ৩. শমতাজ উদদীন আহমদ ৪. আবদুল গফফার চৌধুরী
 ৫. মুস্তাফা মনোয়ার ৬. কায়কোবাদ
৫৯. 'প্রার্থনা' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত? [সি. নো. '১৭]
 ৩. অশুমালা ৪. শিবমন্দির
 ৫. মহররম শরীফ ৬. অমিয়ধারা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৬০. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি খ্রিস্টাকে যে সময় স্মরণ করেন—
 [রাজ্যিক উন্নয়ন মন্ত্রণ কলেজ, ঢাকা]
 i. জীবনে-মরণে ii. শয়নে-ম্রপনে
 iii. সকাল-সাবে iv. শুধু মৃত্যু
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. i ও ii ৪. i ও iii ৫. ii ও iii ৬. i, ii ও iii
৬১. 'প্রার্থনা' কবিতাটি পাঠে শিক্ষার্থীদের মনে—
 [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মোর্চা, বরিশাল]
 i. ধর্মবোধ জাগবে
 ii. খ্রিস্টাকে কাছে আত্মসমর্পণ করবে
 iii. খ্রিস্টাকে মহিমা সম্পর্কে জানবে
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. i ও ii ৪. i ও iii ৫. ii ও iii ৬. i, ii ও iii
৬২. 'ভূলিনি তোমারে এক পল'— 'এক পল' বলতে কী বোঝানো
 হয়েছে—
 [মাঠঠক উন্নয়ন মন্ত্রণ কলেজ, ঢাকা]
 i. প্রতিদিন ii. মুহূর্ত
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. i ও ii ৪. ii ও iii ৫. i ও iii ৬. i, ii ও iii

৬৩. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি নিজেকে নিঃসন্দেহ বলেছেন কেন?
 [শেরপুর সরকারি ডিটোরিয়া একাডেমি]
 i. তিনি খ্রিস্টাকে ভঙ্গি করার উপায় জানেন না
 ii. খ্রিস্টাকে স্মৃতি করতে জানেন না
 iii. খ্রিস্টাকে মহিমা সম্পর্কে জানেন না
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. ৩. i ৪. ii ৫. i ও ii ৬. ii ও iii
৬৪. 'একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে নিতে শোকানল' বলতে কবি
 বোঝাতে চেয়েছেন— [অসম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
 i. খ্রিস্টাকে স্মরণ করলে যন্ত্রণা দূর হয়
 ii. খ্রিস্টাকে স্মরণ করলে অভাব দূর হয়
 iii. খ্রিস্টাকে স্মরণ করলে বিপদ দূর হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. ৩. i ও ii ৪. ii ও iii ৫. i ও iii ৬. i, ii ও iii
৬৫. গভীর বিষাদের শোকানল নেভানো সম্ভব হয়— [দি. বো. '১৯]
 i. একাগ্র হৃদয়ে বিধাতাকে স্মরণ করলে
 ii. একাগ্র হৃদয়ে সুখসূতি স্মরণ করলে
 iii. বিধাতার কাছে শঙ্কি কামনা করলে
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. ৩. i ৪. i ও ii ৫. iii ৬. i ও iii
৬৬. 'প্রার্থনা' কবিতায় খ্রিস্টাকে উদ্দেশে কবির প্রার্থনা—
 i. বিদ্যা ও সম্পদ লাভ
 ii. বিধাতার আরাধনায় আত্মনিবেদন
 iii. হৃদয়ে শক্তি কামনা
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. ৩. i ও ii ৪. i ও iii ৫. ii ও iii ৬. i, ii ও iii
৬৭. মহাকবি কায়কোবাদ রচিত কাব্যগ্রন্থ—
 i. 'কল্যাণী', 'চিত্রা'
 ii. 'অমিয়ধারা', 'মহররম শরীফ'
 iii. শিবমন্দির, অশুমালা
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. ৩. i ও ii ৪. i ও iii ৫. ii ও iii ৬. i, ii ও iii
৬৮. 'প্রার্থনা' কবিতায় নিম্নলিখিত শব্দগুলো পাওয়া যায়—
 i. নিঃসন্দেহ, নিঃশ্঵াস
 ii. ভক্তি, স্মৃতি
 iii. দেহ, আত্মহারা
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. ৩. i ও ii ৪. i ও iii ৫. ii ও iii ৬. i, ii ও iii
৬৯. নিম্নলিখিত শব্দগুলো 'প্রার্থনা' কবিতার রয়েছে—
 i. গুণগান, বিজ্ঞান
 ii. অবসাদ, প্রসাদ
 iii. স্বপন, সম্বল
- কোন দৃষ্টি শব্দ উপসর্গজাত?
 ৩. ৩. i ও ii ৪. i ও iii ৫. ii ও iii ৬. i, ii ও iii
- অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**
- উদ্বোধন পত্রে ৭০ ও ৭১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 শুখে যেন জপি আমি
 কলমা তোমার দিবস-যামী। [যা. বো. '১৮]
৭০. উদ্বোধন পত্রে মূলভাবের সাথে 'প্রার্থনা' কবিতার সাদৃশ্য কোনটি?
 ৩. নৈতিকতাবোধ ৪. মানবতাবোধ
৭১. কৃতজ্ঞতাবোধ
 ৩. কৃতজ্ঞতাবোধ ৪. সহিষ্ণুতাবোধ
৭২. উক্ত সাদৃশ্যটির ভিত্তি—
 i. খ্রিস্টা সমীপে স্মৃতি
 ii. খ্রিস্টাকে মনেপ্রাণে স্মরণ
 iii. খ্রিস্টাকে কাছে আত্মসমর্পণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩. ৩. i ও ii ৪. i ও iii ৫. ii ও iii ৬. i, ii ও iii

গুরুত্বপূর্ণ সজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

শিখনফলের ধারায় প্রণীত

প্রশ্ন ৩১ বিষয় : ধর্মবিশ্বাস এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ।

আহসান একজন ধর্মিক ব্যক্তি। তিনি ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান যথাসম্ভব মেনে চলেন। নামাজ পড়েন, সাধ্যমতো অসহায়দের সাহায্য করেন। মানুষের অকল্যাণ হয় বা সমাজ ও দেশের জন্য ক্ষতি হয় এমন কাজ থেকে দূরে থাকেন। ধর্মকে যারা হীন স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। তিনি অন্য ধর্মের লোকদের ঘৃণা করেন না। তিনি ধর্মের অপব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেন। নিজের সন্তানদের মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষা দেন। তারা সবাই তাঁর কথা মেনে চলে। আহসান সাহেবে প্রবীণ হলেও নবীনদের আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার ইতিবাচক বিবর প্রহণ করতে হিঁধা করেন না। কিন্তু তরুণের বিকৃত মানসিকতা ও দেশের ধ্রংসাঞ্চক কাজে জড়ানোকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এদেশের মানুষসহ সারা বিশ্বের মানুষ যেন শান্তিতে থাকে, সেজন্য আন্মাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | কায়কোবাদের 'মহাশূণ্য' কী ধরনের রচনা? | ১ |
| খ. | কবির হৃদয়ে শক্তি কামনার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের আহসান সাহেবের সঙ্গে 'প্রার্থনা' কবিতার কবির দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. | উদ্দীপকের মানুষের শান্তির জন্য আম্লাহর কাছে আহসান সাহেবের প্রার্থনা ও 'প্রার্থনা' কবিতার কবির প্রার্থনা এক ও অভিন্ন।"- প্রমাণ কর। | ৪ |

১নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনকল ১৫ ৬

ক • কায়কেৰদেৱ 'মহা'ন' মহাকাব্য জাতীয় বৃচনা

ব • সৃষ্টিকর্তাকে ভক্তি ও তাঁর খুতি বা প্রশংসা করার মতো শক্তি
কবিতা না ধাকায় তিনি তাঁর কাছে শক্তি কামনা করেছেন।

- 'প্রার্থনা' কবিতাটি কবি কায়কোবাদের স্তুতিমূলক কবিতা। কবি এখানে স্বষ্টার প্রশংসা ও ভক্তি করার জন্য স্বষ্টার কাছে শক্তি প্রার্থনা করেছেন। স্বষ্টাকে কীভাবে ভক্তি করতে হয়, কীভাবে তাঁর প্রশংসা করতে হয় তা কবির জানা নেই। যে জ্ঞান থাকলে স্বষ্টার গুণ-কৌর্তন করা যায় তাও তাঁর নেই। তাই বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সব সময় তিনি স্বষ্টার কাছে শক্তি কামনা করেন।

গ ০ উদ্বীপকের আহসান সাহেবের সঙ্গে 'প্রার্থনা' কবিতার কবির
দৃষ্টিভঙ্গি জগতের অশেষ মজল কামনার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। স্রষ্টা জগতের সমস্ত কিছুই মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। মানুষের সেবায় মানুষ এগিয়ে এলে, পরম্পরের মধ্যে এক্য ও সংহতি রক্ষা হলে জগতে শান্তি বিরাজ করে। আর হিংসা-বিবেষ, লোভ-লালসা প্রভৃতির কারণে মানুষ পরম্পরের প্রতি অমানবিক আচরণ করে। ফলে জগতে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

• উদ্বীপকে আহসান সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলেন। সেই সঙ্গে দেশের কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তায় তিনি কাজ করেন। ধর্মের অপব্যাখ্যা ও ধর্মীয় গোড়ামিকে তিনি প্রশংসন দেন না। কারণ তা সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। উদ্বীপকের আহসান সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে 'প্রার্থনা' কবিতার কবির দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে। কবিও তার প্রভুর কাছে অকল্যাণ, অশান্তি থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রষ্টা যেন সবার মঙ্গল করেন। সবাই যেন হিংসা-বিবেষ ভুলে শ্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করে, সত্তা-সঠিক সুন্দর পথে অগ্রসর হয়।

৮ • “উদ্বীপকের মানুষের শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে আহসান
সাহেবের প্রার্থনা ও ‘প্রার্থনা’ কবিতার কবির প্রার্থনা এক ও অভিম ।”—
মন্তব্যাটি যথার্থ ।

০ স্ট্রটার নিয়মে অশান্তি ও অকল্যাণ নেই। বিশ্বাস্তির যেকোনো ক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই স্ট্রটার কৃতিত্ব চোখে পড়ে। প্রকৃতিতে যা কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়, জগতে যা কিছু স্থায়ী ও চিরস্মৃত তা সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই জগতের সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল সাধন করেন।

০ উদ্বীপকে আহসান সাহেব জগতের কল্যাণের জন্য স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করেন। তাঁর এ প্রার্থনা কবিতার কবিতার কবির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিও দয়াময় স্ট্রটার কাছে মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। কারণ স্ট্রটাই জগতের সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল সাধন করেন। তাঁর গুণগান করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কবি তাই গভীর বিষয়তা, দুঃখের সময় স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁর হৃদয়ে বিধাতার শক্তি প্রত্যাশা করেন। উদ্বীপকের আহসান সাহেবও বিশ্বের শান্তির জন্য আশাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

০ ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি স্ট্রটার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাঁর কাছেই সবাই সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্বসংসারের প্রতিটি জীব ও উভিদ প্রাণধারণ করে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখ-দুঃখে, শয়নে-স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা নিষ্ঠ হস্তে পরম ভক্তিভরে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। কবির এ প্রার্থনা উদ্বীপকের আহসান সাহেবের মঙ্গলচিন্তার সঙ্গে একস্ত্রে গোঠা। এসব দিক বিচারে বলা যায় প্রশ়্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৫ সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

- (i) হে প্রভু, এ পৃথিবীতে কারও কাছে যদি সহায়তা না জোটে, মানুষ যদি আমার ক্ষতি করে, আমাকে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হতে হয়, তারপরও যেন আমি মনোবল না হারাই।
(ii) হে প্রভু, সুখের দিনেও যেন তোমার নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে পারি এবং দুঃখের রাতেও যেন তোমার প্রতি আশ্র্য না হারাই।
ক. ‘শিবমন্দির’ কায়কোবাদের লেখা কোন ধরনের প্রন্থ?
খ. কবি নিজেকে নিঃসন্মত বলেছেন কেন?
গ. উদ্বীপকের (ii) ‘প্রার্থনা’ কবিতার কোন দিককে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্বীপকের (i) ও (ii) ‘প্রার্থনা’ কবিতার কি সমগ্র ভাব সার্থকভাবে ধারণ করে? তোমার উভয়ের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ঘ শিখনফল ১ ও ৬

ক. ০ ‘শিবমন্দির’ কায়কোবাদের একটি কাব্যগ্রন্থ।

খ. ০ প্রভুর অনুগ্রহে কবির জীবনের সর্বকিছু হচ্ছে বলেই কবি মনে করেন তিনি নিঃসন্মত।

০ কবি এ পৃথিবীতে এসেছেন প্রভুর অনুগ্রহে। আবার যাবেনও তারই ইচ্ছায়। প্রভুর অনুগ্রহেই ঘটেছে কবির জীবনের বৃন্দি ও বিকাশ। তিনিই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। তাঁর আশ্রয়ে ‘এবং জীবনধারণের উপকরণে তিনি বেঁচে আছেন। এজন্য কবি মনে করেন তাঁর কিছু নেই। তিনি নিঃসন্মত।

গ. ০ উদ্বীপকের (ii) ‘প্রার্থনা’ কবিতার স্ট্রটার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করার দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

০ এ পৃথিবীর সর্বকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন মহান সৃষ্টিকর্তা। তাঁর করুণা ছাড়া সব মানুষ নিরূপায়। তাই বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে আমরা স্ট্রটাকে স্মরণ করি এবং তাঁর কাছে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

০ উদ্বীপক (ii)-এ স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও বলা হয়েছে সুখে-দুঃখে আমরা যেন স্ট্রটার প্রতি আশ্র্য না হারাই। আমরা যেন তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। স্ট্রটার কাছে

প্রার্থনা করার এ বিষয়টি আলোচ্য কবিতায়ও প্রকাশ পেয়েছে। কবির মতে, বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তাই কবি সবসময় স্ট্রটাকে স্মরণ করার কথা বলেছেন। সকল বিপদ থেকে উন্ধার পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে শক্তি প্রত্যাশা করেছেন। উভয় জায়গায় স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করার দিকটি ফুটে উঠেছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্বীপক (ii) ‘প্রার্থনা’ কবিতার স্ট্রটার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করার দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

ঘ. ০ উদ্বীপক (i) ও (ii) ‘প্রার্থনা’ কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করে না।

০ স্ট্রটার কাছেই মানুষ আশ্রয় পেতে পারে। মানব জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্দা থাকে। এ সবকিছুই বিধাতার ইচ্ছাতেই হয়। তিনি সবাইকে সমান ভালোবাসেন।

০ উদ্বীপক (i) ও (ii)-এ করুণাময় স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিপদে-আপদে স্ট্রটা যেন কবিকে সাহায্য করেন। তিনি যেন বিপদে মনোবল না হারান এবং কৃতজ্ঞচিত্তে স্ট্রটাকে স্মরণ করতে পারেন। উদ্বীপকের এসব দিক ‘প্রার্থনা’ কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু এই বিষয়গুলো ছাড়াও কবিতায় কবি স্ট্রটাকে বারবার স্মরণ করেছেন এবং স্ট্রটার স্তুতি করেছেন। তিনি স্ট্রটার অপার মহিমার কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, এই বিশ্ব সংসার তার দয়ায় চলছে।

০ ‘প্রার্থনা’ কবিতা ও উদ্বীপক (i) ও (ii)-এ স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় প্রার্থনা করার পাশাপাশি কবির অপারগতা শীকার, জগৎসংসারে স্ট্রটার অপার মহিমার বর্ণনা করেছেন, যা উদ্বীপকে অনুপস্থিত। তাই বলতে পারি যে, উদ্বীপক (i) ও (ii) ‘প্রার্থনা’ কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করে না।

প্রশ্ন ৩৬ ঢাকা বোর্ড ২০১৯

দৃশ্যকল্প-১: সরল সঠিক পুণ্য পন্থা

মোদের দাও গো বলি
চালাও সে পথে যে পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চলি।

দৃশ্যকল্প-২: যে পথে তোমার চির অভিশাপ

যে পথে ভাস্তি, চির পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদের কখনো
করো না সে পথগামী।

ক. কবি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্যের নাম কী?

খ. ‘তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে ‘প্রার্থনা’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ কায়কোবাদের প্রত্যাশাকেই ধারণ করেছে—
মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ঘ শিখনফল ২ ও ৬

ক. ০ কবি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্যের নাম— মহাশূশান।

খ. ০ ‘তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু’ বলতে কবি জগতের সমস্ত পরিবর্তন ও মঙ্গল সাধনে স্ট্রটার কৃতিত্বকে বুঝিয়েছেন।

০ ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি স্ট্রটার অপার-মহিমার কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর অনুভূতির জগতে স্ট্রটার অবস্থান অতি উজ্জ্বল। তিনি বিশ্বাস করেন, জগতে যা কিছু সুন্দর, প্রকৃতিতে যা কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়, জগতে যা কিছু স্থায়ী ও চিরস্মৃত, সবই সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই জগতের সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল সাধন করেন। বসন্তের নির্মল বাতাস, ফুলের সৌরভ সব তারই দান। কবি তাই গভীর বিষয়তা ও দুঃখের সময় স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করেন তাঁর হৃদয়ে শক্তি লাভের জন্য। প্রশ়্নোক্ত বাক্যে স্ট্রটার প্রতি কবির কৃতজ্ঞতা ও গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

গ • দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে 'প্রার্থনা' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো সুখ-শান্তির পথে পরিচালনার জন্য স্ট্রটার কাছে কবির প্রার্থনার দিকটি।

• স্ট্রটাই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্তা। তাঁর দয়ায় সমগ্র জগৎ সংসার পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর দয়া বা মহিমার কোনো তুলনা হয় না। তিনিই মানুষকে সুখ-শান্তির পথে পরিচালিত করেন।

• উদ্দীপকের কবিতাংশের দৃশ্যকল্প-১ সহজ, সরল, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের জন্য সরল সঠিক পুণ্য পথে চলানোর জন্য স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। কবি এখানে স্ট্রটাকে তাঁর প্রিয়জনের পথে পরিচালার কথা বলেছেন। এই বিষয়টি 'প্রার্থনা' কবিতায় কবির সহজ, সরল, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনে চলার জন্য স্ট্রটার কাছে প্রার্থনা করার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবি স্ট্রটার অপার মহিমাকে কৃতজ্ঞত্বে স্বীকার করেছেন এবং আমরা যেন তাঁর আরাধনায় আভ্যন্তরীণ করতে পারি সেজন্য তাঁর কাছে শক্তি প্রার্থনা করেছেন। উভয় ক্ষেত্রে স্ট্রটার কাছে সুখ ও শান্তিময় জীবন প্রত্যাশা করা হয়েছে।

ঘ • দৃশ্যকল্প-২ কায়কোবাদের প্রত্যাশাকেই ধারণ করেছে— মন্তব্যটির যথার্থ।

• সৃষ্টিকর্তা সর্ব মহান ও সর্বজ্ঞ। পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাঁর আশীর্বাদে পৃষ্ঠা। জগতের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছেই সবাই শেষ আশ্রয় লাভ করে। তাঁর দয়া ও মহিমার কোনো তুলনা নেই।

• দৃশ্যকল্প-২-এ ভাস্তিময়, অভিশাপগ্রস্ত পথে কবিকে পরিচালিত না করার জন্য স্ট্রটার কাছে মিনতি করা হয়েছে। তিনি যেন কবিকে অন্যায় পথে পরিচালিত না করেন। তিনি যেন সত্য সঠিক পথ থেকে কখনো মিথ্যা অন্ধকার পথে না নেন। তাঁর জন্য কবি যে প্রার্থনা করেছেন তা 'প্রার্থনা' কবিতার মূলভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত। কবি এখানে বিপদে-আপদে, সুখে, শান্তিতে সবসময় বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করেছেন। কবি স্ট্রটার দয়া পাওয়ার জন্য ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেছেন।

• 'প্রার্থনা' কবিতায় সৃষ্টিকর্তার থতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার ভাবার্থে স্ট্রটার মহিমা বর্ণনা করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। কারণ তাঁর করুণা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২-এ তাই মিথ্যা ও অভিশাপের পথে আমাদের পরিচালনা না করার জন্য— তাঁর দয়া প্রার্থনা করা হয়েছে। এসব দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩: সিলেট রোড ২০১৭

১২ জুন ২০১৭ বিরামহীন মুবলধারে বৃষ্টি এবং বজ্রপাত হয়। রাঙামাটি জেলায় পাহাড়ধসে বহুলোকের বসতবাড়ি মাটির নিচে বিলীন হয়ে যায়। শত শত লোকের মৃত্যু হয়। চারিদিকে মানুষের কানা ও আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে যায়। দীপেন সপরিবারে কোনোমতে জীবন রক্ষা পায়। সেদিন রাতে দীপেন পরিবারের সকলকেই সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে বলেন, তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।

- ক. কায়কোবাদের আসল নাম কৌ? ১
 খ. 'তুমি মোর পথের সম্বল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকের দীপেন বাবুর মধ্যে 'প্রার্থনা' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'প্রার্থনা' কবিতার ভাবার্থকে কতটুকু সমর্থন করে বলে তুমি মনে কর? তোমার উভয়ের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

১ শিখনফল ৩

- ক** • কায়কোবাদের আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী।
ঘ • 'তুমি মোর পথের সম্বল' বলতে কবির জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে একমাত্র প্রভুকে স্মরণ করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

• কবি এই পৃথিবীতে এসেছেন প্রভুর অনুগ্রহে। আবার যাবেনও প্রভুর ইচ্ছায়। কবির জীবনের বৃন্দি-বিকাশ সবকিছুই প্রভুর অনুগ্রহে হচ্ছে। তিনিই তার একমাত্র অশ্রয়। তাঁর আশয়ে এবং জীবনধারণের উপকরণে তিনি বেঁচে আছেন। তাই তিনি প্রভুকেই তাঁর পথের একমাত্র সম্বল মনে করেছেন। আর কাউকে পথের সম্বল মনে করা তাঁর কাছে নিরর্থক।

গ • উদ্দীপকের দীপেন বাবুর মধ্যে 'প্রার্থনা' কবিতার সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর অনুরাগের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

• পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর জীবন-মৃত্যু সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্ত্রণ করেন। জগতের প্রতিটি অনুষঙ্গে আমরা তাঁর করুণা প্রার্থনা করি। কারণ জগতের প্রতিটি মানুষের জন্যই তিনি করুণার আধার।

• উদ্দীপকের দীপেন প্রাকৃতিক দুর্ধোগের শিকার হয়েও সপরিবারে বেঁচে যান। পাহাড়ধস ও বজ্রপাতে শত শত মানুষের মৃত্যু হলেও দীপেন ও তাঁর পরিবারের জীবন রক্ষা পায়। এজন্য দীপেন ও তাঁর পরিবার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করে। 'প্রার্থনা' কবিতাতেও সৃষ্টিকর্তার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। কবি বিপদে-আপদে সব সময় সৃষ্টিকর্তার কাছে শক্তি কামনা করেছেন। কারণ তাঁর অকুরান্ত দয়ায় সবকিছু চলছে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই জগতের প্রতিটি জীব জীবনধারণ করে আছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্থনা করে। 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রকাশিত এই দিকটিই উদ্দীপকের দীপেন বাবুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ • উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'প্রার্থনা' কবিতার ভাবার্থকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে বলে আমি মনে করি।

• বিশ্বজগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন মহান সৃষ্টিকর্তা। তাঁর করুণা ছাড়া আমরা নিরূপায়। এজন্য বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে মানুষ সবসময় বিধাতাকে স্মরণ করে, তাঁর কাছেই শক্তি কামনা করে।

• উদ্দীপকে পাহাড়ধস ও বজ্রপাতে বেঁচে যাওয়া দীপেন ও তাঁর পরিবার স্ট্রটার কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা সকলেই সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে 'প্রার্থনা' কবিতায়ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে। কবি বিপদে-আপদে বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করেছেন। তাঁর করুণা লাভ করেই জগতের প্রতিটি জীব বেঁচে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। এজন্য কবি মহান সৃষ্টিকর্তার আরাধনায় নিজেকে নিবেদন করার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

• 'প্রার্থনা' কবিতায় মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার ভাবার্থে স্ট্রটার মহিমা বর্ণনা করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। কারণ তাঁর করুণা ব্যতীত আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। আর উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করে; যা কবিতার ভাবার্থকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ৩: বিষয় : স্ট্রটার কাছে আভ্যন্তরীণ পরম শক্তি।

আমারে না যেন করি প্রচার

আমার আপন কাজে;

তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ

আমার জীবন মাঝে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি

পরানে তোমার পরম কান্তি,

আমারে আড়াল করিয়া দাঢ়াও

হৃদয়পদ্মদলে।

সকল অহংকার হে আমার

ভুবাও চোখের জলে।

[তথ্যসূত্র : প্রার্থনা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

- 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্টার উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি ভঙ্গি করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। কবি জানেন বিধাতার অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলছে। তাঁর কাছেই জগতের সবাই সাহায্য প্রার্থনা করে। এজন্য কবি দয়াময়ের কাছে দেহে ও হৃদয়ে শক্তি প্রার্থনা করেছেন। কবিতার এ ভাবটিই উদ্দীপক-২ ধারণ করেছে। সুতরাং বলা যায়, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৩ মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখেও জলে।"

- ক. কার নামে অশেষ মঞ্গল নিহিত? ১
- খ. 'না জানি ভক্তি, নাহি জানি স্তুতি'- কেন বলা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকে 'প্রার্থনা' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. "স্টার কাছে মাথা নত করলে অন্তরে প্রশান্তি জাগে"- উদ্দীপক ও 'প্রার্থনা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. • প্রভুর নামে অশেষ মঞ্গল নিহিত।

খ. • কবি নিজেকে স্কুদ্র ও রিঙ্গ মনে করেছেন বলে এ কথা বলেছেন।

• কবি ভঙ্গি বা প্রশংসা করতে না জেনেও তাই কেবল চোখের জলে নিজেকে স্টার কাছে নিবেদন করেন। তিনি বিশ্বাস করেন গাছপালা, লতা-পাতা, ফুল-ফল, পাখি সবাই বিধাতাকে স্মরণ করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্বসংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণধারণ করে আছে। কবি স্টার এত কিছু দেখে তাঁর প্রতি গভীর শন্ম্যায় নিজেকে রিঙ্গ-শূন্য মনে করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, তিনি স্টার ভঙ্গি ও স্তুতি করার অনুপযুক্ত। তাই তিনি প্রশ়োক্ত কথাটি বলেছেন।

গ. • উদ্দীপকে 'প্রার্থনা' কবিতার স্টার প্রতি কবির নিজেকে নিবেদন করার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

• পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই স্টার সৃষ্টি। মানুষও তাঁর সৃষ্টির অংশ। স্টার মানুষকে বিবেক-বৃদ্ধি দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে বাকি সব সৃষ্টিকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত স্টারকে স্তুতি ও ভঙ্গি করা।

• উদ্দীপকে নিজেকে স্টার মাঝে নিবেদন করার বিষয়টি দেখা যায়। নিজের আজ্ঞাসম্মান, অহংকার সবকিছু তিনি স্টার পায়ের কাছে রেখে দিতে চেয়েছেন। এখানে নিজের চোখের জলে স্টার কাছে ডুবে গিয়ে বিনয় প্রকাশ করা হয়েছে। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্টার অপার মহিমার কথা জানিয়েছেন। কবিও স্টার কাছে চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করে জানিয়েছেন তাঁর দয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা। কবিতায় স্টার সমস্ত সৃষ্টি, তাঁর অসীম দয়া এবং আমাদের সবার একমাত্র ভরসা তিনি, এই যর্মে অসীম কৃতজ্ঞতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকে স্টার কাছে নিজেকে নিবেদন করা হয়েছে। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবিও স্টার মহিমা প্রকাশ করে নিজেকে নিবেদন করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'প্রার্থনা' কবিতার স্টার প্রতি কবির নিজেকে নিবেদন করার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. • "স্টার কাছে মাথা নত করলে অন্তরে প্রশান্তি জাগে"- মন্তব্যটি উদ্দীপক এবং 'প্রার্থনা' কবিতার ভাববস্তু অনুসারে যথার্থ।

• সব প্রাণীর ভরসাম্বল স্টার। তিনি কখনো কোনো প্রাণীকে নিরাশ করেন না, দূরে ঠেলে দেন না। তাঁর সব সৃষ্টিই তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তাই প্রতিনিয়ত আমাদের স্টার প্রতি ভঙ্গি প্রদর্শন করা উচিত।

• উদ্দীপকে স্টার প্রতি নিজেকে নিবেদন করার কথা বলা হয়েছে এখানে নিজের অহংকার বিসর্জন দেওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের নির্ভরতা ও আত্মাত্পূর্ণ ভাব এখানে প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্টার অসীম দয়া ও মহিমার কারণে

নিজেকে তাঁর প্রতি সঁপে দিয়েছেন। তিনি চোখের জলে স্টার প্রতি ভঙ্গি জানিয়েছেন। কবি মনে করেছেন নিজেকে একাধিচিত্তে স্টার কাছে সঁপে দেওয়ার মাঝে এক ধরনের আত্মাত্পূর্ণ রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে ভেতর থেকে শোকের যন্ত্রণা দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়।

• উদ্দীপকে স্টার মাঝে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং এর মধ্য দিয়ে পরিত্বিত পাওয়ার কথা বলেছেন। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি বলেছেন স্টার প্রতি নিজেকে নিবেদন করলে ভেতরের শোকের আগুন নিভে যায়। এই দিক থেকে প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ১৪ মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

যে ভুলে তোমারে ভুলে

হীরা ফেলে কাচ তুলে

ভিখারি সেজেছি আমি

আমার সে ঝুল, প্রভু,

তুমি ভেড়ে দাও।

ক. 'প্রার্থনা' কবিতাটি কোন কাব্য থেকে সংকলিত? ১

খ. "ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ"- কথাটি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটিতে 'প্রার্থনা' কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রকাশিত কবির অনুভূতির একটি খণ্ডিত্র উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটির সাথে কি তুমি একমত? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৬

ক. • 'প্রার্থনা' কবিতাটি 'অশুমালা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

খ. • কবি প্রভুকে কখনই ভুলতে পারবেন না। কারণ প্রভুকে তোলার কথা মনে হলেই কবির প্রাণে দারুণ অবসাদের সৃষ্টি হয়।

কবির প্রভুকে ভুলতে না পারার একমাত্র কারণ হলো কবির জীবনের প্রতিটি ক্ষণ অতিবাহিত হয় প্রভুর অসীম অনুগ্রহে। কবির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই পূর্ণ হয় প্রভুর করুণায়। তাই প্রভুকে ভুলে গেলে কবি যেন সম্পর্কহীন হয়ে পড়বেন। এ কারণেই কবি প্রভুকে ভুলতে পারেন না।

গ. • উদ্দীপকটিতে 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রকাশিত রিক্ততার কথা শীকার করে স্টার কাছে করুণা প্রার্থনা জানানোর ভাবটির প্রতিফলন ঘটেছে।

• মহান সৃষ্টিকর্তা জগতের সবকিছুর নিয়ন্তা। তাঁর করুণা ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখে-শান্তিতে, বিপদে-আপদে তাঁকে স্মরণ করেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

• উদ্দীপকটিতে কবি নিজের ভুলের কথা শীকার করে স্টার করুণা প্রার্থনা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন, স্টার যেন সমস্ত ভুল ভেড়ে দিয়ে তাঁর ওপর করুণা বর্ণণ করেন। উদ্দীপকের এ ভাবটিতে 'প্রার্থনা' কবিতার প্রকাশিত স্টার কাছে করুণা প্রার্থনা জানানোর ভাবটির প্রতিফলন ঘটেছে। আলোচ্য কবিতায় কবি স্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্টার উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন। বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে কবি সব সময় বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করেছেন। উদ্দীপকটিতে আলোচ্য কবিতার এই ভাবটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. • হ্যা, 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রকাশিত কবির অনুভূতির একটি খণ্ডিত্র উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে— এ মন্তব্যটির সাথে আমি একমত।

• এ জগতে যা কিছু দৃশ্যমান সবই স্টার সৃষ্টি। স্টার কাছেই মানুষ তাই আশ্রয় খোঁজে। বিপদে-আপদে, ভুল-ভাস্তিতে বিধাতার করুণা ভিক্ষা করে। তাঁর করুণা ছাড়া আমরা দুর্কদমও চলতে পারি না।

- উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি নিজের ভুল শীকার করে নিয়ে স্বটার কাছে ভুল ভেঙে দেওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি নিজেকে এখানে পরম করুণাময়ের কাছে ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করে তাঁর করুণা প্রার্থনা করেছেন। উদ্দীপকের এ দিকটি 'প্রার্থনা' কবিতার একটি খণ্ডিত মাত্র। উক্ত ভাব ছাড়াও 'প্রার্থনা' কবিতায় বহুমুখী ভাবের অবতারণা ঘটেছে।
- 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্বটার মহিমার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বিপদে-আপদে বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করেছেন। কবিতার এসব বিষয় উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এসব কারণে প্রশ়োক্ত মন্তব্যটির সঙ্গে আমি একমত।

প্রশ্ন ০৯ বিষয় : স্বটার কাছে প্রার্থনা।

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

হে রহিম রহমান

কত সুন্দর করিয়া ধরণী

মোদের করেছ দান,

গাছে ফুল ফুল

নদী ভৱা জল

পাখির কচ্চে গান

সকলি তোমার দান।

[তথ্যসূত্র : প্রার্থনা—সুফিয়া কামাল]

- ক. কবি তাঁর প্রভুকে কী সংপত্তে পারেন? ১
- খ. কবি কার গুণগানে সবসময় আত্মহারা? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "আংশিক মিল থাকলেও উদ্দীপক ও 'প্রার্থনা' কবিতার মূলভাব এক নয়।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৬

ক: • কবি তাঁর প্রভুকে শুধু আঁখি জল সংপত্তে পারেন।

খ: • কবি সৃষ্টিকর্তার গুণগানে সব সময় আত্মহারা।

• কবি স্বটাকে অসীম ক্ষমতার উৎস বলে জানেন। তাই তিনি স্বটার কাছেই শক্তি প্রত্যাশা করেন। তিনি নিজের অপারগতা শীকার করে, তাঁকে চোখের জলে স্মরণ করে নিজেকে নিবেদন করতে চান। দুঃখ-দারিদ্র্যে পেষণে তিনি স্বটাকে স্মরণ করেছেন। তাঁর অনুভূতিজগতে স্বটার অবস্থান অতি উজ্জ্বল। স্বটাই জগতের সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল সাধন করেন। এসব কারণে কবি স্বটার গুণগানে আত্মহারা।

গ: • উদ্দীপকটি স্বটার সৃষ্টির মহিমা বর্ণনা ও স্বটার করুণা লাবের জন্য প্রার্থনা করার দিক থেকে 'প্রার্থনা' কবিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

• এ জগতে যা কিছু বিদ্যমান সবই স্বটার সৃষ্টি। ঝীব-জন্ম, গাছ-পাতা, ফুল, পাখি সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর এ সবকিছুই মানুষের প্রয়োজনে কোনো না কোনোভাবে নির্যাপ্ত করেছেন। মানুষ তাই স্বটার করুণা লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা ও মিনতি জানায়।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে দর্শকের স্বটার কাছে করুণা প্রার্থনা করা হয়েছে। মানুষ বিপদে-আপদে দুঃহাত তুলে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে। সুন্দর ধরণি সৃষ্টি করার জন্য তাঁর প্রশংসা করে, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উদ্দীপকের এই বিষয়টি 'প্রার্থনা' কবিতার কবির বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবি বলেছেন, পৃথিবীর গাছপালা, তরু-লতা, ফুল-পাখি সবই মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি। কবি স্বটার এ দানের প্রশংসা করেছেন 'প্রার্থনা' কবিতার। তিনি স্বটার এই সৃষ্টি দেখে ভক্তিভরে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছেন। বিপদে-আপদে ভালো থাকার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এভাবে উদ্দীপক ও কবিতার কবির প্রার্থনা পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ: • আংশিক মিল থাকলেও উদ্দীপক ও 'প্রার্থনা' কবিতার মূলভাব এক নয়।— মন্তব্যটি যথার্থ।

• স্বটার কাছেই মানুষ শেয় আশ্রয় পেতে। মানবজীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কামা, আনন্দ-বেদন থাকে। এ সবকিছুই বিধাতার ইচ্ছেতেই হয়। সৃষ্টি ও স্বটার সম্পর্কের মধ্যে কোনো দেয়াল নেই। বরং তিনি সত্য-ন্যায়ের বিচারে সব মানুষকেই 'সমান করে দেখেন।

• উদ্দীপকে করুণাময়ের কাছে মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রকৃতিজগতে যে সৌন্দর্যের বিস্তার আমাদের চোখে পড়ে তা বিধাতারই দান। তাই উদ্দীপকের কবি বিধাতার কাছে দুহাত তুলে প্রার্থনা করেছেন তাঁর অসীম দানের জন্য। কারণ তাঁর অসীম করুণাতেই পৃথিবীর সব প্রাণী-উন্নিদ বেঁচে আছে। উদ্দীপকের এই দিকটি 'প্রার্থনা' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়াও আলোচ্য কবিতায় কবি তাঁর মনে শক্তির জন্য স্বটাকে বারবার স্মরণ করেছেন। তাঁর স্তুতি বন্দনা করেছেন। কবি হৃদয় দিয়ে স্বটাকে বেভাবে অনুভব করেছেন তাঁর পূর্ণ প্রকাশ উদ্দীপকে ঘটেন।

• 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্বটার কাছে নিজের অপারগতা শীকার করেছেন। প্রশংসা করার জন্য কবির শক্তিহীনতা ও দীনতার কথা বলেছেন। বলেছেন সৃষ্টিকর্তাকে চোখের জল ছাড়া তাঁর কাছে আর দেওয়ার কিছুই নেই। তিনি স্বটার কাছে মনে শক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। এই বিষয়টি উদ্দীপকের কবিতাংশে নেই। উদ্দীপকে কেবল তাঁর দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ বিষয় : নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস এবং স্বটার সাহায্য প্রার্থনা।

বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা—

বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সাক্ষনা,

দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—

সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি-লভিলে শুধু বঞ্চনা,

নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়। [তথ্যসূত্র : আণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ক. কবি কার স্বেহ কণাকে জগতের আয়ু বলেছেন? ১

খ. কবি কীভাবে শোকানল নিবারণের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'প্রার্থনা' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপক ও 'প্রার্থনা' কবিতার মূলভাব এক ও অভিন্ন।'— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৬

ক: • কবি স্বটার স্বেহ কণাকে জগতের আয়ু বলেছেন।

খ: • কবি একান্ত হৃদয়ে প্রভুকে স্মরণের মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের শোকানল নিবারণের কথা বলেছেন।

• 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্বটার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করেছেন। বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছে থেকে শক্তি কামনা করেছেন। কারণ কবি জানেন, বিধাতার অফুরন্ত দয়াতেই জগতের সবকিছু চলছে। সুখে-দুঃখে, শয়নে-ষপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। কবি তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে করেন। এ কারণেই তিনি হৃদয়ে একান্তভাবে তাঁকে স্মরণের মধ্য দিয়ে তাঁর শোকানল নিবারণের কথা ভেবেছেন।

গ: • উদ্দীপকে 'প্রার্থনা' কবিতার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বিষাদে স্বটার কাছে শক্তি প্রার্থনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

• বিধাতাই মানুষের আণকর্তা। মানুষ সমস্যা-সংকটে বিধাতার কাছেই শক্তি প্রার্থনা করে। কৃতকর্মের জন্য, ভূলের জন্য স্বটার কাছে ক্ষমা চায়। কারণ স্বটা অসীম দয়াময় এবং মহান ক্ষমাশীল।

- উদ্বীপকের কবিতাংশে আত্মশক্তি অর্জনের জন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। কবি বিপদে যেন স্থির থেকে তা মোকাবিলা করে পরিভ্রান্ত লাভ করতে পারেন সেজন্য স্টার কাছে শক্তি প্রত্যাশা করেছেন। উদ্বীপকের এ প্রত্যাশা ‘প্রার্থনা’ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে যা বিপদে, বিষগ্নতায় কবির মনে ‘বল’ প্রত্যাশার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিও সুখে-দুঃখে, শয়নে-স্বপনে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন। তিনি বিপদে-আপদে সব সময় বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করেছেন। এভাবে দেখা যায়, বিধাতার কাছে শক্তি কামনার দিক থেকে উদ্বীপক ও ‘প্রার্থনা’ কবিতার কবির প্রত্যাশা পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব • উদ্বীপক ও ‘প্রার্থনা’ কবিতার মূলভাব এক ও অভিন্ন।— মন্তব্যটি যথার্থ।

- স্টার সর্বশক্তিমান। অনন্ত আকাশ ও পৃথিবীর সমস্তই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি জীবকে ভালোবাসেন। আমরা তাঁর গুণগান করি। আমাদের জীবন সবসময় সহজ ও সুন্দর হোক তাঁর কাছে এ প্রার্থনা জানাই।

- উদ্বীপকে আত্মশক্তির জন্য স্টার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। পরম করুণাময় বিধাতা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রেমগ্রাম ও সর্বশক্তিমান। উদ্বীপকের কবিতাংশের কবি তাঁর কাছে আত্মশক্তি অর্জনের জন্য শক্তি চেয়েছেন। যাতে তিনি বিপদে ভয় না পান, দুঃখকে যেন জয় করতে পারেন, কখনো যেন পরাজিত না হন। আর ‘প্রার্থনা’ কবিতার কবি বিপদে ও বিষগ্নতায় স্টার কাছে শক্তি প্রার্থনা করেছেন। জগতের সবকিছু যে তাঁর দয়ায় চলছে সে কথা বলেছেন। কবির কাছে স্টারই একমাত্র ভরসা। তাই তিনি স্টার আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন।

- ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি স্টার অপার মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন। কবি ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। তিনি বিপদে, বিবাদে বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করেছেন। এই ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্বীপকের কবিতাংশে। সেখানে বিপদে অটল থেকে তা জয় করার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য বিধাতার কাছে শক্তি প্রার্থনা করা হয়েছে। স্টার কাছে নিজের সমস্ত ভাব নিজে বহন করার ও কটু লাঘব করার আত্মশক্তি অর্জনের প্রত্যাশা করা হয়েছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। এলাহি, আমাকে ভাষা দাও প্রভু। মিনতি করার ভাষা। ক্ষমা প্রার্থনা এবং পাপ মোচনের শব্দ এখনও আমার অন্যান্য আমার চাই প্রার্থনার ভাষা, যা কাব্য বা কান্না নয়। বরং আত্মনিবেদনের মানবিক অনুত্তাপ। যেমন হ্যরত আদম তার শরীরছেঁড়া সঙ্গনীকে নিয়ে অপরাধী কপাল বেহেশতের ধূলিতে স্থাপন করে বলেছিলেন, ক্ষমা, প্রভু একটিবারের মতো ক্ষমা।
- ক. ‘মহাশুশান’ মহাকাব্যটির রচয়িতা কে? ১
- খ. কবির হৃদয়ে শক্তি কামনার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্বীপকটি কোন দিক দিয়ে ‘প্রার্থনা’ কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “মিল থাকলেও উদ্বীপকটি ‘প্রার্থনা’ কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে পারেনি।”— বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম।
আদ্যমূল শির সেই শোভিত উত্তম ॥
প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ॥
করিল প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার প্রীতি প্রকটিল সেই কবিলাস ॥
- ক. কবি কায়কোবাদ কত খ্রিষ্টাদে মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. ‘তোমারি প্রসাদ’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্বীপকে ‘প্রার্থনা’ কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্বীপকে প্রতিফলিত বিষয়টি ছাড়াও ‘প্রার্থনা’ কবিতায় আরও বিভিন্ন বিষয় ও ভাবের প্রকাশ ঘটেছে।”— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রশ্নীত

৩। মঙ্গল দ্বীপ জ্বলে

অন্ধকারে দুচোখ আলোয় ভরো প্রভু
তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছ
তাদের মার্জনা করো প্রভু।
যে তুমি আলো দিতে প্রতিদিন সূর্য উঠাও
ওদের বুবিয়ে দাও সেই তুমি
পাথরেও ফুল যে ফোটাও
জীবন মরুতে করুণা ধারায় ধরো প্রভু॥

ক. কার নিশ্বাস বসন্তের বায়ু? ১

খ. কবি কীভাবে প্রভুর কাছে নিবেদন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্বীপকের সঙ্গে ‘প্রার্থনা’ কবিতার কোন দিকটির মিল রয়েছে? ৩

ঘ. “মিল থাকলেও উদ্বীপক এবং ‘প্রার্থনা’ কবিতার প্রেক্ষাপট আলাদা”— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি

বিচার দিনের স্বামী।
যত গুণগান হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।

দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণাকামী।

ক. ‘অশেষ’ অর্থ কী? ১

খ. কবির ভক্তি ও স্তুতি করতে না পারার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্বীপকটি ‘প্রার্থনা’ কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩

ঘ. উদ্বীপক ও কবিতায় যে প্রার্থনা করা হয়েছে তা একস্ত্রে গৌরা। মন্তব্যটি যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। কবি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্যের নাম কী? [জ. বো. '১৯]

উত্তর : কবি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্যের নাম— মহাশ্যাশান।

প্রশ্ন ২। একাগ্র হৃদয়ে স্বষ্টাকে স্মরণ করলে কী নিতে যায়? [চ. বো. '১৮]

উত্তর : একাগ্র চিত্তে স্বষ্টাকে স্মরণ করলে শোকানল নিতে যায়।

প্রশ্ন ৩। কায়কোবাদের আসল নাম কী? [সি. বো. '১৭]

অর্থাৎ, কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?

উত্তর : কায়কোবাদের আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী।

প্রশ্ন ৪। প্রভুর গুণগানে আত্মহারা কে? [নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : কবি প্রভুর গুণগানে আত্মহারা।

প্রশ্ন ৫। কবি সুখের সাগরে কাকে ভুলে যান না?

[আদ-আমিন একাডেমী ফুল এড কলেজ, ঢাক্কন]

উত্তর : কবি সুখের সাগরে সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যান না।

প্রশ্ন ৬। কবি কী করতে জানেন না?

উত্তর : কবি ভক্তি ও স্তুতি করতে জানেন না।

প্রশ্ন ৭। প্রার্থনা কবিতায় নিঃসংঘল কে?

উত্তর : 'প্রার্থনা' কবিতার নিঃসংঘল কবি নিজে।

প্রশ্ন ৮। কবি রিষ্ট হাতে কার দুয়ারে দাঁড়িয়েছেন?

উত্তর : কবি রিষ্ট হাতে প্রভুর দুয়ারে দাঁড়িয়েছেন।

প্রশ্ন ৯। কবি প্রভুকে কী দিতে বলেছেন?

উত্তর : কবি প্রভুকে মনে বল দিতে বলেছেন।

প্রশ্ন ১০। কবি কখন প্রভুকে ভোলেননি?

উত্তর : কবি সুখের সময় ও দুঃখের দিনে প্রভুকে ভোলেননি।

প্রশ্ন ১১। কবির পথের সংঘল কে?

উত্তর : কবির পথের সংঘল হলেন তাঁর প্রভু।

প্রশ্ন ১২। পশু-পাখি কার গুণগানে আত্মহারা?

উত্তর : পশু-পাখি প্রভুর গুণগানে আত্মহারা।

প্রশ্ন ১৩। তরুলতার শিরে প্রভুর কী আছে?

উত্তর : তরুলতার শিরে আছে প্রভুর প্রসাদ— ফুল-ফল।

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



প্রশ্ন ১৪। কবিতায় প্রভুর নিশ্চাস কী?

উত্তর : প্রভুর নিশ্চাস হচ্ছে বসন্তের বায়ু।

প্রশ্ন ১৫। কখন প্রভুকে স্মরণ করলে হৃদয়ের শোকানল নিতে?

উত্তর : গভীর বিষাদে আর বিপদের মধ্যে প্রভুকে স্মরণ করলে হৃদয়ের শোকানল নিতে।

প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। শোকানল থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? বর্ণনা কর।

[ডিকারুনিসা নূন ফুল এড কলেজ, ঢাক্কা]

উত্তর : একাগ্রচিত্তে স্বষ্টাকে স্মরণ করলে শোকানল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সবসময় বিধাতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কারণ তিনি জানেন, বিধাতার অফুরন্ত দয়াতেই জগতের সবকিছু চলছে। সুখে-দুঃখে, শয়নে-ঘপনে তিনিই একমাত্র ভরসা। তাই কবি মনে করেন, একাগ্রভাবে স্বষ্টাকে স্মরণ করলে শোকানল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ২। 'তব মেহকণা জগতের আয়' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

[গুৱার্ড ফুল এড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : 'তব মেহকণা জগতের আয়' বলতে স্বষ্টার অপার মেহ ও করুণায় জগতের সকল প্রাণীর বেঁচে থাকাকে বোঝানো হয়েছে।

'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্বষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর দয়ার কথা তুলে ধরেছেন। কবির মতে সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলছে। তাঁর করুণা লাভ করেই জগতের সবকিছু টিকে রয়েছে। তাঁর দয়া ছাড়া মুহূর্তেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কবি তাই স্বষ্টার উদ্দেশে 'তব মেহকণা জগতের আয়' বলেছেন।

প্রশ্ন ৩। 'প্রার্থনা' কবিতার কবি স্বষ্টার কাছে কেন বল প্রার্থনা করেছেন?

উত্তর : 'প্রার্থনা' কবিতার কবি নিজেকে স্বষ্টার কাছে সমর্পণ করার জন্য স্বষ্টার কাছে বল প্রার্থনা করেছেন।

সৃষ্টিকর্তাই আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। তাঁর দয়ায় সমগ্র বিশ্বসংসার চালিত হচ্ছে। কবি তাই ভক্তি ভরে স্বষ্টাকে স্তুতি করতে চান। কিন্তু তিনি নিঃসংঘল। তাঁর ভক্তি করার নিয়ম বা উপায় জানা নেই। তাই তিনি স্বষ্টার কাছে হৃদয়ে বল বা শক্তি কামনা করেছেন, যাতে স্বষ্টার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে পারেন।



সুপার সাজেশন



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ কবিতাটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

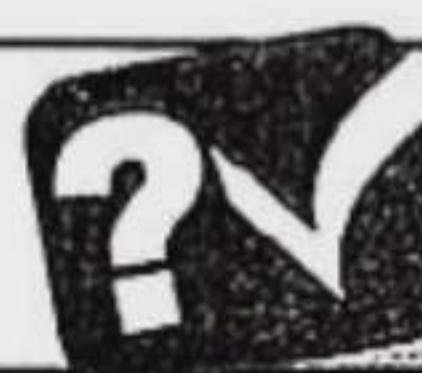
| শিরোনাম | 7★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন | 5★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| ● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর | এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও। | |
| ● সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | ১, ৪, ৬ | ২, ৫, ৮, ১০ |
| ● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর | ১, ৩, ৫, ৭, ৮ | ২, ৬, ১০, ১৪ |
| ● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর | ১ | ৩ |

একাত্মিক টিপস ► সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।





যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রতুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র

অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 15 = 15$

| সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না। |

১. 'সদা আছাহারা তব গুণগানে' কারা আছাহারা?
 (ক) মানুষ (খ) পাখি (গ) প্রকৃতি (ঘ) তরুলতা
২. কবি আঁখিজল কাকে দিতে দাঢ়িয়েছেন?
 (ক) শিক্ষককে (খ) গুরুজনকে
 (গ) মাকে (ঘ) স্ন্যটাকে
৩. পাখি, বৃক্ষলতা কার গুণগানে আছাহারা?
 (ক) মানুষের (খ) স্ন্যটার (গ) বনের (ঘ) আলোর
৪. 'তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু'— চরণটিতে কোন ঝুরুর পরিবেশ ফুটে উঠেছে?
 (ক) হেমত (খ) শীত (গ) বসন্ত (ঘ) গ্রীষ্ম
৫. স্বষ্টা প্রদত্ত কোনটিকে কবি জগতের আয়ু বলেছেন?
 (ক) তরুলতা (খ) সেহ কণা
 (গ) প্রসাদ (ঘ) মঙ্গল
৬. 'প্রার্থনা' কবিতায় 'তব মেহ কণা জগতের'-
 (ক) আয়ু (খ) বায়ু (গ) প্রসাদ (ঘ) সুখ
৭. নিকুঞ্জ বিতানে কারা স্বষ্টার গুণগানে সর্বদা আছাহারা থাকে?
 (ক) জীবজন্তুরা (খ) মানুষেরা
 (গ) মালিকা (ঘ) পাখিরা

৮. 'পেষণ' শব্দের অর্থ কী?
 (ক) পাষাণ (খ) অত্যাচার
 (গ) শোষণ (ঘ) বিষগতা
৯. 'চারু' শব্দটির অর্থ কী?
 (ক) বাগান (খ) সুন্দর (গ) প্রশংসা (ঘ) কোল
১০. 'নিঃসংবল' শব্দের অর্থ কী?
 (ক) সন্তানহীন (খ) নিঃস্বার্থ
 (গ) সম্বলহীন (ঘ) সংগ্রহ
১১. 'হৃদে' শব্দের অর্থ কী?
 (ক) দেহে (খ) দেশে (গ) স্থানে (ঘ) মনে
১২. কায়কোবাদের মৃত্যু কত খ্রিস্টাব্দে?
 (ক) ১৯৫১ (খ) ১৯৫৩
 (গ) ১৯৫৪ (ঘ) ১৯৫৫
১৩. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্বষ্টাকে যে সময় স্মরণ করেন—
 i. জীবনে-মরণে
 ii. শয়নে-স্বপনে
 iii. সকাল-সাবে
- নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

- গ. উদ্বীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উদ্বীপক ও 'প্রার্থনা' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গৌর্থা।" মন্তব্যাটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

৩। তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

হে রহিম রহমান
 কত সুন্দর করিয়া ধরণী
 মোদের করেছ দান,
 গাছে ফুল ফুল
 নদী ভরা জল
 পাখির কঠে গান

সকলি তোমার দান।

- ক. কবি তাঁর প্রভুকে কী সংপত্তে পারেন? ১
- খ. কবি কার গুণগানে সবসময় আছাহারা? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্বীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার সঙ্গে কোভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "আংশিক মিল থাকলেও উদ্বীপক ও 'প্রার্থনা' কবিতার মূলভাব এক নয়।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। যে ভুলে তোমারে ভুলে/ইরা ফেলে কাচ তুলে ডিখারি সেজেছি আমি/আমার সে ভুল, প্রভু, তৃষ্ণি ভেঙে দাও।

- ক. 'প্রার্থনা' কবিতাটি কোন কাব্য থেকে সংকলিত? ১
- খ. 'তৃষ্ণি মোর পথের সংবল' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
- গ. উদ্বীপকটিতে 'প্রার্থনা' কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রকাশিত কবির অনুভূতির একটি খন্দচিত্র উদ্বীপকে ফুটে উঠেছে— মন্তব্যাটির সাথে কি তৃষ্ণি একযত? মনের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও :

১। দৃশ্যকল্প-১ : সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
 মোদের দাও গো বলি
 চালাও সে পথে যে পথে তোমার
 প্রিয়জন গেছে চলি।

দৃশ্যকল্প-২ : যে পথে তোমার চির অভিশাপ
 যে পথে ভাঙ্গি, চির পরিতাপ
 হে মহাচালক, মোদের কথনো
 করো না সে পথগামী।

- ক. কবি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্যের নাম কী? ১
- খ. 'তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে 'প্রার্থনা' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ কায়কোবাদের অভ্যাশাকেই ধারণ করেছে— মন্তব্যাটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

২। আমারে না যেন করি প্রচার

আমার আপন কাজে;
 তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
 আমার জীবন মাঝে।
 যাচি হে তোমার চরম শাঙ্গি,
 পরানে তোমার পরম কাঙ্গি,
 আমারে আড়াল করিয়া দাঢ়াও
 হৃদয়পদালে।

সকল অহংকার হে আমার
 ডুবাও চোখের জলে।

- ক. একাগ্র হৃদয়ে স্বষ্টাকে স্মরণ করলে কী নেড়ে? ১
- খ. 'না জানি ভক্তি, নাহি জানি ভূতি'— কেন বলা হয়েছে? ২

✓ উভরমালা ▶ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১ (খ) ২ (ঘ) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (খ) ৬ (ক) ৭ (ঘ) ৮ (খ) ৯ (খ) ১০ (গ) ১১ (ঘ) ১২ (ক) ১৩ (ঘ) ১৪ (ঘ) ১৫ (ঘ)

✓ উভরমূল্য ▶ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▶ 273 পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উভর | ২ ▶ 274 পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উভর | ৩ ▶ 277 পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উভর | ৪ ▶ 276 পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উভর